



158204 - মুসল্লি যদি তলোওয়াতে ভুল করে কিংবা কোন আয়াত ভুলে যায় তখন কি করবে?

প্রশ্ন

আমি যখন নামাযে কুরআন পড়ি তখন কখনও কখনও ভুল করি কিংবা মনোযোগ না দায়ের কারণে ভুলে যাই। তারপর তনিবার আস্তাগফরিল্লাহ বলে পুনরায় সূরাটি বা আয়াতটিনতুনভাবে পড়া শুরু করি। এটা কি ঠিকি? নাকি আমার কর্তব্য নতুন কোন সূরা শুরু করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি নামাযের তলোওয়াতে কোন অংশ ভুলে গেছেন কিংবা ভুল করছেন: তার ভুলটি যদি সূরা ফাতহিতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ভুলটি শোধরাত হবে। কনেনা সূরা ফাতহি ছাড়া কোন নামায নই। সুতরাং কটে যদি সূরা ফাতহির কোন অংশ ভুলে যায় কিংবা এমন কোন ভুল করে যা অর্থক্যে পরবির্তন করে দেয়; তাহলে উক্ত ভুলটি সংশোধন করা ছাড়া তার নামায শুদ্ধ হবে না। আর যদি ভুলটি ফাতহি ছাড়া অন্য কোন সূরাতে হয় তাহলে তার নামায সহি। কনেনা সূরা ফাতহির পর সূরা পড়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

“যে ব্যক্তি সূরা ফাতহির পর সূরা পড়তে ভুলে গেছে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; চাই তনি ইমাম হন, মুক্তাদ হন, কিংবা একাকী নামায আদায়কারী হন; চাই সটে ফরয নামায হোক, কিংবা নফল নামায হোক— এটি আলমেদরে অভিমতদ্বয়েরে মধ্যবে বশিদ্ধতর অভিমতেরে ভিত্তিতে।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৭/১৪৬)]

যে ব্যক্তি সূরা পড়তে ভুলে গেছে কিংবা সূরার কোন অংশ ভুলে গেছে তার জন্য আস্তাগফরিল্লাহ পড়া জায়যে নই। বরং সবে ভুলটকি শুদ্ধ করার ও ভুলে যাওয়া অংশ স্মরণ করার চেষ্টা করবে। যদি তা না পারে তাহলে এ আয়াতটি বাদ দিয়ে পরেরে আয়াতে চলে যতে পারে কিংবা এই সূরাটি বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়তে পারে কিংবা রুকুতে চলে যতে পারে। সেই ব্যক্তি যদি উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটি করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নই।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

“যদি মুসল্লির কোন একটি আয়াত পড়তে গিয়ে প্যাঁচ লগে যায় এবং সবে স্মরণ করতে না পারে; তাহলে পরেরে আয়াতটি পড়তে



কোন বাধা নাই। কিন্তু তার জন্য শরয়িতরে বধিান হলো: যে অংশটি তার ভাল মুখস্তু আছে নামাযে কবেল সতে অংশ থেকে পড়া; যাতে করে সেই ব্যক্তি এ ধরণরে সংশয়ে বেশে নি পড়ে।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৫/৩৩৭)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি:

“যদি ইমাম নামাযে যতটুকু সম্ভব হয়েছে কুরআন থেকে তলোওয়াত করেছে, এরপর কোন আয়াত ভুলে যাওয়ায় পুরাটুকু শেষে করতে পারেনি এবং মুসল্লদিরে মধ্যে কটে তাকে লোকমা দতিে পারেনি; তখন তিনি কি তাকবীর দবিনে এবং রাকাত শেষে করবেন; নাকি অন্য কোন সূরা পড়বেন?

জবাবে তিনি বলনে: এ ক্ষেত্রে ইমামরে এখতিয়ার থাকবে। তিনি চাইলে তাকবীর দয়িে তলোওয়াত সমাপ্ত করতে পারনে, কথিবা যাই নামায পড়ছনে সেই নামাযে ক্বরীাতরে যে সুন্নাহ রয়েছে তার আলোকে অন্য কোন সূরার এক আয়াত বা একাধিক আয়াত পড়তে পারনে— যদি ভুলে যাওয়াটা সূরা ফাতহি ছাড়া অন্য সূরার ক্ষেত্রে হয়। আর সূরা ফাতহির ক্ষেত্রে হলে তাহলে গোটো সূরা ফাতহি অবশ্যই পড়তে হবে। কনেনা সূরা ফাতহি পড়া নামাযরে রুকন।”[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১২/১২৯)]

শাইখ বনি উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি:

“আমি একাকী নামায আদায়কালে যদি কোন আয়াত পাঠে ভুল করি, আয়াতটি শেষে করতে না পারি এবং অন্য আয়াতরে সাথে তালগলে লগেে যায়; সক্ষেত্রে নামাযরে মধ্যে আমার কি করা উচতি?

জবাবে তিনি বলনে: আপনি দুটো বসিয়রে কোন একটি করতে পারনে: আপনি পররে আয়াতে চলে যতে পারনে। কথিবা আপনি রুকুতে চলে যতে পারনে। কনেনা বসিয়টি প্রশস্ত।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (২৪/১৪১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।